১২ই ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে
প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস-এর প্রারম্ভিক বক্তব্য

আপনাদের সবাইকে স্বাগতঃ এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

গত কয়েকদিন ধরে বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যমের একটি উল্লেখযোগ্য অংশে যা প্রকাশিত হয়েছে তাতে অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি। আমার এই দুঃখ প্রকাশ করার জন্য আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। আমার মনে হয় আমার মত দেশের বহু মানুষ তাদের মনে এরকম কষ্ট পেয়েছে।

নরওয়েজিয়ান টেলিভিশানে প্রচারিত ক্ষুদ্রঋণ বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্রের একটি অভিযোগকে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে সাজিয়ে আমার অর্থ আত্মসাৎ, দুর্নীতি বলে এই সংবাদ মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। নরওয়েজিয়ান প্রামাণ্যচিত্রে বলা হয়েছিল এক প্রতিষ্ঠান থেকে আরেক প্রতিষ্ঠানে টাকা স্থানান্তর করার মাধ্যমে গ্রামীণ ব্যাংক অনুদানের শর্ত লংঘন করেছে। এতে কোথাও আত্মসাৎ বা দুর্নীতির অভিযোগ ছিল না।

আমাদের সংবাদ মাধ্যমে এটা সরাসরি আমার দ্বারা সংঘটিত “আত্মসাৎ”, “তহবিল তছরুপ”, “কাঠগড়ায় দাঁড় করানো” ইত্যাদি নানা অভিযোগে পরিণত হয়ে গেছে। নরওয়েজিয়ান প্রতিবেদনের সঙ্গে অভিযোগ খণ্ডন করে গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যাখ্যাটিও দেয়া ছিল, এর পর নরওয়ে কর্তৃপক্ষ গ্রামীণ ব্যাংকের নেয়া পদক্ষেপে সম্পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট হয়ে যে চিঠি দিয়েছিলেন সেটাও দেয়া ছিল। কিন্তু যারা খবরটি বিকৃত করেছেন তারা এগুলির কথা উল্লেখ করেননি। দেশে এধরণের খবর প্রকাশিত হবার পর আমরা আবার প্রকৃত ঘটনা তুলে ধরে সবাইকে জানিয়ে একটি ব্যাখ্যা প্রচার করেছি।

আমাদের সঙ্গে নোরাডের মধ্যে যে মতদ্বৈততা ছিল সেটা ছিল একটা honest disagreement. Modality নিয়ে দু'পক্ষের দু'মত ছিল। অন্য দাতা সংস্থাগুলি আমাদের modality নিয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করে নাই। নোরাড করেছে। পরে আমরা সেটার নিষ্পত্তি করেছি যাতে আমাদের মধ্যে সুসম্পর্ক নষ্ট না-হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক তাদের অভিমত দিয়েছিলেন যে যেহেতু নোরাডের টাকাটা ফেরৎ দিয়েছেন SIDA-র টাকাটাও একইভাবে ফেরৎ নিয়ে দিন। আমরা SIDA সহ অবশিষ্ট সকল দাতা সংস্থার টাকা ফেরৎ নিয়ে এসেছি। এতে আর বিতর্কের কোন অবকাশ থাকে না।

নরওয়ে সরকার নতুনভাবে নিজস্ব অনুসন্ধান প্রক্রিয়া শেষ করে তার প্রতিবেদন ও মাননীয় বৈদেশিক সাহায্য মন্ত্রীর বক্তব্যসহ আবার সবাইকে জানিয়ে দিয়েছেন যে ১২ বছর আগে গ্রামীণ ব্যাংকের সঙ্গে বিষয়টি সুন্দরভাবে নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। এখানে কোন দুর্নীতি বা আত্মসাতের কোন বিষয় ছিল না। তাঁরা এই প্রতিবেদনের উপসংহারে একথা বলেছেন ঃ গ্রামীণ ব্যাংক "........... is perhaps the single most successful development project in the world". আমাদের সংবাদ মাধ্যমের একটি অংশ যত গুরুত্ব দিয়ে কল্পিত অভিযোগগুলি পাঠক ও দর্শকদের কাছে তুলে ধরেছিলেন পরবর্তীতে অভিযোগগুলি সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণিত হবার পর সে খবর প্রচার করাকে আর গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন মনে করেন নি। এমন কি ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর বরাত দেয়া ভূয়া খবর সম্পর্কে ভারতীয় হাই কমিশনের প্রতিবাদলিপিও অনেকে প্রকাশ করেননি।

এসব বিষয় আমাকে অত্যন্ত ব্যথিত করেছে। আমার এই দুঃখের কথা জানানোর প্রয়োজন আছে মনে করে এটা আপনাদের সামনে তুলে ধরার জন্য আজ আপনাদের কাছে এসেছি।

এব্যাপারে গ্রামীণ ব্যাংকের বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও নরওয়ে সরকারের বক্তব্য ইতোমধ্যে মিডিয়াকে অবহিত করা হয়েছে আজ আবার তা আপনাদের কাছে বিতরণ করা হয়েছে।

আমি আপনাদের মাধ্যমে দেশবাসীকে আশ্বস্ত করতে চাই যে গ্রামীণ ব্যাংক একটি সৎ প্রতিষ্ঠান। এখানে যাতে কোন দুর্নীতি ঢুকতে না-পারে এজন্য আমরা সব সময় সতর্ক দৃষ্টি রাখি। এই প্রতিষ্ঠান জাতির জন্য একটা গৌরবের প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে এবং বরাবর সেভাবেই গৌরবের প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেকে সমুন্নত রাখার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের সকল সহকর্মী অঙ্গীকারাবদ্ধ।

*   *

আমি গত ৩৪ বছরে অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির পেছনে ছিলাম। এগুলির সঙ্গে আমার আর্থিক সম্পর্ক নিয়ে অনেকে ভুল ধারণার সৃষ্টি করেন। গতকালও একটি টিভি চ্যানেলে বলা হয়েছে নোরাডের টাকাটা ডঃ ইউনূসের মালিকানাধীন "গ্রামীণ কল্যাণ" নামক প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তর করা হয়েছে। "গ্রামীণ কল্যাণ" যে একটা not-for-profit প্রতিষ্ঠান, এটা যে গ্রামীণ ব্যাংকের বোর্ড কর্তৃক সৃষ্ট একটি প্রতিষ্ঠান, এটার যে মালিক নেই, এসব কথা আমাদের প্রতিবেদনে পরিষ্কারভাবে বলা আছে। নরওয়েজিয়ান সাংবাদিকও তাঁর প্রতিবেদনে এটা আমার মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বলে উল্লেখ করেননি। তাহলে টিভি চ্যানেল এত কথার পরেও আবার একথা প্রচার করছে কেন ? দুঃখ পাবার কারণ ত এভাবেই সৃষ্টি হচ্ছে।

আমি সুস্পষ্টভাবে সবার সামনে জানিয়ে রাখতে চাই যে আমি একমাত্র গ্রামীণ ব্যাংক ছাড়া আমার সৃষ্ট কোন প্রতিষ্ঠান থেকে কোন রকম আর্থিক সুবিধা, বাড়ী, গাড়ী, ভাতা কিছুই পাই না। আমি গ্রামীণ ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা হিসেবে ব্যাংক থেকে বেতন ও অন্যান্য সুবিধা পাই। গ্রামীণ পরিবারের কোন প্রতিষ্ঠানে আমার কোন মালিকানা নাই। গ্রামীণ ব্যাংক বা গ্রামীণ পরিবারের কোন প্রতিষ্ঠানের একটি শেয়ারের মালিকও আমি নই। যেহেতু গ্রামীণ ব্যাংকে আমার কোন শেয়ার

নাই সেজন্য আমি ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংকের বোর্ডের সদস্য থাকলেও এতে আমার ভোটাধিকার নাই। আমি একজন non-voting সদস্য।

প্রত্যেকটি কোম্পানী সৃষ্টি করার পেছনে মূল অনুপ্রেরণা ছিল দেশের কোন একটি সামাজিক বা অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করা। কোন প্রতিষ্ঠান থেকে কোন আর্থিক সুবিধা নেয়ার কথা আমার মনে কখনো আসেনি, কখনো আর্থিক সুবিধা নিইনি। এমন কি বোর্ড মিটিং করার সময় বোর্ড মেম্বারদের সামান্য সম্মানী দেওয়ার যে রেওয়াজ আছে সেটাও আমি কখনো গ্রহণ করিনি।

দারিদ্র আমাদের এক নম্বর জাতীয় সমস্যা। এই সমস্যা সামধানের জন্য জাতির সকল অংশ নানাভাবে চেষ্টা করছে। শতাব্দীর উন্নয়ন লক্ষ্য (MDG) অর্জনে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বাংলাদেশ এই লক্ষ্য অর্জনে সাফল্য দেখিয়ে বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

গ্রামীণ ব্যাংক দারিদ্র নিরসনে নিয়োজিত একটি প্রতিষ্ঠান। একাজে সাফল্যের জন্য আমরা সংবাদ মাধ্যমের সহযোগিতা কামনা করছি। আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। সংবাদ মাধ্যমে আমাদের ভুল-ক্রটি ধরিয়ে দেবেন - কোনরকম নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীতে নয়, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে। আমাদেরকে জনসমক্ষে হেয় করার জন্য নয় - আমাদেরকে জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা দানের জন্য। এই সহযোগিতা আমাদের উৎসাহ এবং কর্মদক্ষতাকে আরো অনেক বাড়িয়ে দেবে। আমাদের লক্ষ্য অর্জনকে আরো দ্রুততর করে দেবে।

আশা করি আমরা সেই সহযোগিতা আপনাদের কাছ থেকে পাবো। এই আশা নিয়ে আমরা আজ সাংবাদিক সম্মেলন শুরু করছি।